শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জ

৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে পশ্চিমবঙ্গের আংশিক সময়ের অধ্যাপকরা পুলিশি-নিগ্রহের শিকার হলেন। সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো, ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত অধ্যাপনা, সমকাজে সহ সমবেতন অন্যান্য দাবিতে কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (কুটাব)-এর নেতৃত্বে আংশিক সময়ের অধ্যাপকরা হাজরা মোড় থেকে এক মিছিলে সামিল হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বঞ্চনা ও সমস্যার কথা তুলে ধরা। মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে আগাম জানানোও হয়েছিল। মিছিল শুরু হওয়া মাত্র পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চার্জ করে দেড় শতাধিক অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করে। আংশিক সময়ের অধ্যাপকদের প্রতি সরকারের এই ঘৃণ্য আচরণের প্রতিবাদে ৬ সেপ্টেম্বর কলেজে কলেজে কালাদিবস পালন করে কুটাব।

শিক্ষকদের গণঅবস্থান ঃ এ দিন বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ডাকে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে গণঅবস্থান পালিত হয়। শিক্ষক নেতৃত্ব বলেন, স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও প্রাথমিক শিক্ষকদের স্কুল খোলা, বন্ধ করা, ঝাঁট দেওয়া, ঘণ্টা বাজানো সহ বহু বিষয়ের হিসাব রাখা, রিপোর্ট পাঠানো, মিড ডে মিল চালানো, ভোটের কাজ, জনগণনা ইত্যাদি শিক্ষাদান বহির্ভূত নানা কাজ করতে হয়। ফলে শিক্ষাদানটাই হয়ে গিয়েছে গৌণ। তাঁরা তাঁদের পেশাগত দাবি নিয়ে সোচ্চার হন।

ইসরাত জাহানের পাশে দাঁড়াল এ আই এম এস এস

'তিন তালাক ও সুপ্রিম কোর্টের রায়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল ৭ সেপ্টেম্বর ভারত সভা হলে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে। তিন তালাকের বিরুদ্ধে অন্যতম মামলাকারী ইসরাত জাহান। তিনি এই ধরনের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইসরাত জাহানের আইনজীবী নাজিয়া ইলাহি বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাজে নারীদের দুর্দশার কাহিনি তুলে ধরেন এবং নির্যাতিতা নারীদের হয়ে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, সমাজ সচেতনতার আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই তিন তালাক প্রথা দূর করা সম্ভব। রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির সংগঠক অধ্যাপিকা আফরোজা খাতুন এবং সমাজকর্মী আয়েষা খাতুন, দু'জনেই মুসলিম সমাজে এই কু-প্রথার শিকার মহিলাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেন।

এ আই এম এস এসের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী বলেন, শুধু মুসলিম সমাজই নয় সমস্ত ধর্মই নারীদের উপর নানারকম বিধিনিষেধ চাপিয়ে রেখেছে। পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যই এই সমস্ত বিধিনিষেধ। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, শুধু আইন করলেই হবে না, আইনকে কার্যকরী করতে হলে চাই সচেতন সংঘবদ্ধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। কত বছর আগে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনসঙ্গত হয়েছে, পণপ্রথা আইন বিরোধী হয়েছে— কিন্তু আজও কি এগুলো চালু করা গেছে? তাই প্রয়োজন সমাজমননের পরিবর্তন, তা একমাত্র গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

ইসরাত জাহান এবং নাজিয়া ইলাহিকে তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। সভার সঞ্চালক ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড হাসি হোড়।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে ধিক্কার পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের

অবিলম্বে পে কমিশনের প্রকাশ, বকেয়া সহ ৫৪ শতাংশ ডিএ প্রদান, হেলথ স্কিমের হয়রানি বন্ধ, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী পদে নিয়োগ সহ নানা দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের ডাকে ৪-৮ সেপ্টেম্বর জেলায় জেলায় অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালিত হয়। ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড তপন বসু। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা স্মারকলিপি পাঠ করেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুনির্মল দাস। কেন্দ্রীয়

যুগ্ম সম্পাদক কমরেড শুভাশিস দাস, সাধারণ সম্পাদক কমরেড সত্যেন মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ৭ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী কর্মচারী ও তাঁদের আন্দোলনকে যে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেন, তাকে ধিক্কার জানিয়ে একটি নিন্দা প্রস্তাব নেওয়া হয় ও সমস্ত কর্মচারীদের দীর্ঘস্থায়ী যুক্ত কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।